Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৪ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২২ সংখ্যা ।। ৮পাতা



টলি ভোটের দ্বিতীয় দিনে 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' কে তোপ রূপার



রাহুলের সঙ্গে গাড়িতে রামলীলায়, মঞ্চে মমতা বললেন, 'আমার নেত্রী সোনিয়াজি'

প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি নিশ্চিত! ইহুদি আবেগে শান দিয়ে ফের ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেতানিয়াহুর



অসম আসুন, ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশ পাঠাব', অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাহুলকে তোপ হিমন্তের



ক্রীতদাস ব্যবসা, ভারত-সহ ৫৬ দেশের কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ব্রিটেন, কিন্তু ক্ষতিপূরণে 'না'



নকল সংসদে নকল প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন আজীবন

রাহুলকে কটাক্ষ অমিত শাহের



রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের সভা ও শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে বিরোধীদের নকল সাংসদ নিয়ে কটাক্ষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। তাঁর কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী হতে হলে রাহুলকে আজীবন নকল সংসদেই থাকতে হবে। আসল সংসদে ওনার নম্বর কোনওদিনই আসবে না।' শুধু তাই নয়, শাহ আরও বলেন, ১৫ বছর ধরে ৩টি নির্বাচনেই হেরে আসছে ওরা। ছেলেকে প্রধানমন্ত্রী দেখার স্বপ্ন সোনিয়াজির পূরণ হচ্ছে না। তাই এই নকল সংসদের আয়োজন।রবিবার চণ্ডীগড়ে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানেই এক জনসভা থেকে কংগ্রেসকে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, তআমি রাহুলকে বলতে চাই, যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চান তাহলে আজীবন নকল সংসদেই থাকুন। কারণ আসল সংসদে সে সুযোগ আপনার আসবে না।দ এরপরই রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের সভা নিয়ে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, তআজ ১ নভেম্বর। ১৯৮৪ সালে আজকের দিনে দিল্লিতে হাজার হাজার শিখকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজ সেই দিনেই রাহুল রামলীলায় জলসা করছেন। দেশ কখনও ভুলবে না যে শিখ গণহত্যার বার্ষিকীতে আপনারা রাজনৈতিক সমাবেশ করেছেন। এটা শিখ শহিদদের ক্ষতে নুনের ছিটে। এমন দিনে জলসা করলে আপনার মহব্বতের দোকান থেকে ঘৃণা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।অমিত শাহ বলেন, আজ ১ নভেম্বর। ১৯৮৪ সালে আজকের দিনে দিল্লিতে হাজার হাজার শিখকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজ সেই দিনেই রাহুল রামলীলায় জলসা করছেন।

পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে কড়া সুরে আক্রমণ শানিয়ে শাহ বলেন, দমিথ্যা বলা, অরাজকতা ছড়ানো, সংসদ চলতে না দেওয়া আপনাদের অভ্যাস। এই অভ্যাস থাকলে আরও ৫ বছর বিরোধী বেঞ্চেই থাকতে হবে। আগামী ৩টে নির্বাচনেও তোমাদের খাতা খুলবে না। উল্লেখ্য, নির্বাচনে কারচুপি, বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। অন্যদিকে, পালটা 'গণতন্ত্র বাঁচাও ও নৈরাজ্য দূর করো' কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি।

যেখানে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির।

বদলের বাংলায় এবার সবচেয়ে বড় দীপাবলি!

নিউটাউনে জ্বলবে ১,১১,১১১ প্রদীপ



নয়া জামানা ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবার প্রথম কালীপুজো । দুর্গাপুজোয় চোরবাগান-কাণ্ডের পর এবার কালীপুজোয় আরও বেশি তৎপর প্রশাসন। সব জায়গায় যাতে নির্বিঘ্নে কালীপুজো হয়, সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে একাধিক নির্দেশিকা। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। তবে এবার কালীপুজোয় বড় চমক থাকছে শহরের উপকণ্ঠেই। বারাসত কিংবা শহরতলিকে টেক্কা দিতে তৈরি নিউটাউন। কারণ, সেখানেই এবার আয়োজন করা হচ্ছে বাংলার সবথেকে বড় দীপাবলির। সৌজন্যে নিউটাউন সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটি।পুজো উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ৮ তারিখে আড়ম্বরের সঙ্গে হবে কালীপুজো। আর ৯ নভেম্বর হবে আতসবাজির প্রদর্শনী। থাকবে পরিবেশবান্ধব বাজি। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে।পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল নিউটাউনের সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটিকে। যার সঙ্গে প্রথমদিন থেকে যুক্ত খোদ শুভেন্দু অধিকারী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলার মাটিতে সেই কমিটিকেই পুজো করতে হাই কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের অভিযোগ ছিল, তৎকালীন প্রশাসনের নাকি 'সনাতনী' শব্দে আপত্তি ছিল। ফলে দফায় দফায় এসেছে বাধা। কিন্তু সময় বদলেছে। বাংলার মসনদে এখন বিজেপির সরকার। বদলের বাংলায় একেবারে ধূমধাম করে নিউটাউনে দুর্গাপুজো করেছে সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটি। এবার পালা কালীপুজোর। ফলে শক্তিপুজোয় কোনও খামতি রাখতে চায় না সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোক্তারা।জানা গিয়েছে, খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গনে এই দীপাবলির আয়োজন করা হয়েছে। কালীপুজোর পাশাপাশি আলোর উৎসবে সেজে উঠবে ওই প্রাঙ্গন। ৮ ও ৯ নভেম্বর জুড়ে হবে অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র দীপাবলিতে একইসঙ্গে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টি প্রদীপ জ্বালানো হবে ওই প্রাঙ্গনে। যা বাংলার বুকে সবথেকে বড় দীপাবলির আয়োজন বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। এই প্রসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ৮ তারিখে আড়ম্বরের সঙ্গে হবে কালীপুজো। আর ৯ নভেম্বর হবে আতসবাজির প্রদর্শনী। থাকবে পরিবেশবান্ধব বাজি। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বরুণ বিশ্বাসের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও এরকম পুজো দেখা যায়নি। ঠিক যেভাবে দুর্গাপুজোর মহালয়ায় শহরের আকাশে আলোর খেলা এক অন্যমাত্রা দিয়েছিল, সেভাবেই বদলের বাংলায় কালীপুজোও এবারও নজর কাড়বে।

জ্ঞানেশ কুমার জেলে যাবেন

রামলীলা ময়দানে হুঙ্কার রাহুলের, পালটা দিল বিজেপি

নয়া জামানা ঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগ তোপ দাগলেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এদিন বিরোধী মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের নেতার বার্তা, আমরা অহিংসাবাদী। নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহ আমাদের শত্রু না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তুমি যেই হও, সংবিধানের থেকে বড় না। 'ভোটচুরি'র পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাহুল হুঙ্কার দেন, ইস্তফা তো বটেই, জ্ঞানেশ কুমার জেলে যাবেন।দ কংগ্রেস নেতার বক্তব্যের পরেই পালটা তোপ দাগল বিজেপি।এদিন রাহুল গান্ধী দাবি করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে সাড়ে ১৩ কোটি ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। দেশের প্রতি সাতজন ভোটারের মধ্যে একজন বাদ পড়েন। এই হিসাবে এনডিএ-র জয়কে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেন কংগ্রেস নেতা। তিনি পরিসংখ্যান দেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'এনডিএ'র সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভোট পার্থক্য ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। সেই হিসাবে ২০২৪-এ এনডিএ তথা বিজেপির, নরেন্দ্র মোদির পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে 'বেআইনি' বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধী।লোকসভায় বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, ইভিএম-এ কারচুপি করেও 'ভোটচুরি' হয়েছে। এই কাজেই গেরুয়া দলের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রাহুল বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মতোই পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনেও অসংখ্য ভোটারকে বাদ দিয়ে, ইভিএমে কারচুপি করে নির্বাচনে জিতেছে বিজেপি। রামলীলা ময়দান থেকে রাহুল হুঙ্কার দেন, আমি আজ বলে যাচ্ছি, জ্ঞানেশ কুমারকে ইস্তফা দিতেই হবে। বেচারা রাতে ঘুমোতে পারছে না।দ আরও বলেন, তভোট চুরি কোনও সাধারণ চুরি নয়। এ হল ভারতের প্রতিটি কণ্ঠস্বরের চুরি। একেই বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ইন্ডি জোটের শীর্ষ নেতার দাবি, তজ্ঞানেশ কুমার না থাকলে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না, অমিত শাহও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারতেন না। অতএব, এই কাজের জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে জেলে যেতে হবে। পালটা সংবাদ সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র জানান, তাঁদের দল সকাল থেকেই কংগ্রেসের সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করছিল, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ভাষণও শুনছিল। যদিও বিরোধী সম্মেলনকে তঅসম্পূর্ণ সময় নষ্টদ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। সমাবেশস্থলের ফুটেজ তুলে ধরে যুক্তি দেন, কংগ্রেস ১০ লক্ষ মানুষের সমাগমের দাবি করলেও মাঠের বড় অংশ ফাঁকা ছিল। তিনি বলেন, ত১০ লক্ষ মানুষ কোথায় ছিল? আমাদের দেখান।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 2

শিক্ষাঙ্গনে নতুন সূর্যোদয়

‘টার্নিং পয়েন্ট স্কুল’

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা













পল্লীবাংলায় সম্ভাবনার নতুন সূচনা

গ্রামীণ ভারতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চিরকালই এক বড় চ্যালেঞ্জ।বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থার অভাব বহু মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু সদিচ্ছা, কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে যে যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করা সম্ভব তার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে মালদা জেলার গোলাপগঞ্জের লালুটোলা।

২০২৩ সাল। পিছিয়ে পড়া এই জনপদে শিক্ষার এক নতুন ভোর নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘টার্নিং পয়েন্ট স্কুল’-এর। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এই শিক্ষানিকেতনটি শুধু একটি স্কুলের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছে স্থানীয় বহু পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেঁচে থাকার স্বপ্ন এবং নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

একমুঠো স্বপ্ন ও ১১ জন পথপ্রদর্শকের অদম্য যাত্রা

কোনো বড় উদ্যোগের নেপথ্যে থাকে কয়েকজন দূরদর্শী মানুষের স্বপ্ন এবং আত্মত্যাগ। টার্নিং পয়েন্ট স্কুলের ক্ষেত্রেও গল্পটা আলাদা ছিল না। এলাকার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুগম করতে এবং তাদের সঠিক দিশা দেখাতে এগিয়ে আসেন বিশ্বনাথ রায় ও সন্তোষ মণ্ডল।তাঁদের সাথে আরও নয়জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব যুক্ত হন।এই মোট এগারো জন স্বপ্নদ্রষ্টার যৌথ উদ্যোগ ও সুদৃঢ় সংকল্পের ফসল হিসেবেই গড়ে ওঠে বিদ্যালয়টি।প্রতিষ্ঠালগ্নে পথচলাটা খুব সহজ ছিল না।সূচনা পর্বে মাত্র ১১ জন ডেডিকেটেড শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পাশে পেয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। আর সেই সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী।তবে সংকল্প যেখানে দৃঢ়,সেখানে প্রতিবন্ধকতা হার মানতে বাধ্য। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত নজরদারির কোনো খামতি ছিল না।শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস পরিশ্রম আর উদ্যোক্তাদের সঠিক ব্যবস্থাপনায় খুব অল্প সময়েই এলাকাবাসীর মধ্যে এক গভীর আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়।

সময়ের সাথে বিস্তার ঃ পরিকাঠামো ও বর্তমান রূপরেখা

সাফল্যের আলো ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। প্রথম বছরের সাফল্যের পর থেকে এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ঢল নামে। অভিভাবকরা বুঝতে পারেন, ঘরের কাছেই এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে সন্তান শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, নীতি ও আদর্শের শিক্ষা পাবে।বর্তমানে টার্নিং পয়েন্ট স্কুলের কলেবর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মোট ৫৫০ জনে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে বিদ্যালয়টিকে আবাসিক ও অনাবাসিক এই দুই ধারায় সাজানো হয়েছে। আবাসিক বিভাগদূর-দূরান্ত থেকে আসা ২৫০ জন শিক্ষার্থী এখন স্কুলের আবাসিক সুবিধায় থেকে নিয়মিত পঠনপাঠন চালাচ্ছে।

অনাবাসিক বিভাগস্থানীয় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন বাড়ি থেকে এসে এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।একই সাথে বৃদ্ধি করা হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যাও।বর্তমানে এই শিক্ষায়তনে ৩০ জন দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মী যুক্ত রয়েছেন, যাঁরা পরম স্নেহে ও আন্তরিকতায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও দেখাশোনা করে চলেছেন।

প্রথম ব্যাচেই চমকঃসাফল্যের শিখরে শিক্ষার্থীরা

কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসল পরিচয় ফুটে ওঠে তার শিক্ষার্থীদের ফলাফলে।টার্নিং পয়েন্ট স্কুল তাদের প্রথম ব্যাচেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরাও অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে।প্রথম ব্যাচের শিক্ষাবর্ষেই এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে সবাইকে চমকে দেয়।

ব্যাচের সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৬৩২। মোট দু’শো (২০০) জন ছাত্র-ছাত্রী ৮০ শতাংশের (৮০) বেশি নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।এই অভূতপূর্ব ফল শুধু স্কুলের সুনামই বৃদ্ধি করেনি বরং লালুটোলার মতো এলাকায় শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণাই বদলে দিয়েছে।সাধারণ পরিবারের সন্তানরাও যে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই বিশ্বাস এখন প্রতিটি ঘরে ঘরে।

উচ্চশিক্ষার পথ সুগমঃ কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ

একটি স্কুলের দায়িত্ব শুধু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরেই শেষ হয়ে যায় না।শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় পৌঁছানোর জন্য সঠিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে সে কথা মাথায় রেখে টার্নিং পয়েন্ট স্কুলে চালু করা হয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠদান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মেধা ও রুচি অনুযায়ী দুটি প্রধান শাখা খোলা হয়েছে

কলা বিভাগ ঃসমাজবিদ্যা,সাহিত্য ও মানবিক বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান বিভাগ ঃ প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আধুনিক পাঠ্যক্রম ও চর্চার পরিবেশ।দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রতি বিষয়ে খুঁটিনাটি বুঝিয়ে পড়ানো হয় যাতে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও এখানকার শিক্ষার্থীরা লড়াই করতে পারে।

সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও আগামীর দিগন্ত

যেকোনো সফল প্রতিষ্ঠানের পেছনে থাকে দক্ষ নেতৃত্ব। টার্নিং পয়েন্ট স্কুলের চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছেন দুই কণ্ডারী সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় এবং প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মণ্ডল।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মণ্ডল প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে জানান,আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল সিলেবাস শেষ করা নয়,বরং সীমান্ত ঘেঁষা এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার সার্বিক মান উন্নত করা। আমাদের এলাকার প্রতিটি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর ভিতরের সুপ্ত মেধা ও প্রতিভাকে ঘষে-মেজে আরও উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের দৈনন্দিন লড়াই।আমরা চাই লালুটোলার কোনো শিশু যেন সঠিক নির্দেশনার অভাবে পিছিয়ে না পড়ে।সম্পাদক বিশ্বনাথ রায়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মণ্ডলের কর্মসংকল্পে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

আলোর পথে লালুটোলা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বেড়েছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, তেমনই ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছে পঠনপাঠন ও পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা।সব মিলিয়ে লালুটোলা ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে টার্নিং পয়েন্ট স্কুল আজ সত্যি এক ‘টার্নিং পয়েন্ট’ বা জীবন পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।যে শিক্ষার আলো ২০২৩ সালে জ্বেলেছিলেন ১১ জন স্বপ্নদ্রষ্টা, আজ সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে শত শত পরিবারে। গোলাপগঞ্জের লালুটোলার মাটি থেকে তৈরি হওয়া এই শিক্ষার ভিত আগামী দিনে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেবে নতুন নতুন তারা এই প্রত্যাশাই আজ সকলের।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 3

ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রচনা

আরো বিপাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীসভার প্রাক্তন মন্ত্রী গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে। এবার স্ক্যানারে তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। তবে যেহেতু আগাম জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট, তাই কীভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। মধুছন্দা সেনকে থানায় ডেকে পাঠানো হবে, নাকি পুলিশ আধিকারিকেরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর কোনও অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে কী কী আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা দেখছেন তদন্তকারীরা।ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে বউবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ ও ইডি। এফআইআর-এ নাম আছে মধুছন্দারও। প্রাক্তন মন্ত্রীর বেশ কয়েকটি ঠিকানায় চালানো হয় তল্লাশি। এমনকী একাধিকবার তাঁকে ডেকেও পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত ২৮ অক্টোবর ইডি দফতরে ইন্দ্রনীল হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। আপাতত তাঁকে ১০ দিনের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া



হয়েছে। আগাম জামিন চেয়ে ইন্দ্রনীল এবং তাঁর স্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে মধুছন্দার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তবে ইন্দ্রনীলের আবেদন খারিজ করে দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যদিও গ্রেফতারির পর তাঁর আইনজীবী সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। তবে যেহেতু এই দুর্নীতির কাণ্ডে মধুছন্দা যুক্ত রয়েছেন, তাই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।

দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী মধুছন্দা সেন মার্স আর্ট নামক একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, যেটি ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পরপর গড়ে ওঠে।অভিযোগ, এই কোম্পানির মাধ্যমেই হয়েছে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। প্রচারে ইউনেস্কোর নাম বেআইনি ভাবে ব্যবহার করে তাঁরা পুজোর পাস বিক্রি করেছেন। দাবি করা হত, তাঁদের সঙ্গে সরাসরি ইউনেস্কোর যোগ বা এতে ইউনেস্কোর অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইউনেস্কো এমন কোনও বাণিজ্যিক চুক্তিই করেনি। তদন্তের সূত্র ধরেই এবার পুলিশের রাডারে রয়েছে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। অভিযোগ, প্রচারে ইউনেস্কোর নাম বেআইনিভাবে ব্যবহার করে পুজোর পাস বিক্রি এবং রিভিউ শো-র নাম করে কোটি কোটি টাকা আদায় করেছেন ইন্দ্রনীল সেনঅন্যদিকে, ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে মুখ খুলতে শুরু করেছেন সাংসদরা। দলে থাকা এবং দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সাংসদরা অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে খোঁচা দিতে শুরু করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে মুখ খুলেছেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। আর দলে থেকেই ইন্দ্রনীলের সমালোচনা করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই তালিকায় সংযোজন হলেন তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি জানান, নিজের রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম এমন কোনও অনুষ্ঠানে তিনি ডাক পেলেন। কারণ, এর আগে সাংসদকে চন্দননগরে কখনও ডাকাই হয়নি। ইন্দ্রনীলের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি বেশি কিছু মন্তব্য করব না। পুলিশ তাদের কাজ করেছে। ওঁকে (ইন্দ্রনীলকে) আমি খুব ভাল করে চিনতামও না। হতে পারে উনি আমার এলাকার বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু আমি সে ভাবে কখনও চন্দননগরে যেতে পারিনি। কারণ, উনি পছন্দ করতেন না। চাইতেন না যে, ওঁর আমন্ত্রণ ছাড়া আমি সেখানে যাই।'

বাংলায় ফের এসআইআর !

ফের ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি সমীক ভট্টাচার্যের



পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সমীক ভট্টাচার্য। শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একটি শ্রমিক সংগঠনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি রাজ্যে নতুন করে এসআইআর করার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক থেকে শুরু করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং বিজেপির কর্মীদের উপর ভয়ভীতি ও হুমকি দেখানোর কারণে আগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা যায়নি। তাঁর দাবি, কোনও বাধা বা হুমকি ছাড়া এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে আরও বেশি সংখ্যক নাম বাদ পড়ত। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যে এসআইআর হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। বিজেপির পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই, রাজ্যে নতুন করে এসআইআর করার প্রয়োজন রয়েছে।' এর আগেও গত ১৮ অক্টোবর একই দাবি তুলেছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর অভিযোগ ছিল, তৎকালীন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বাধা ও হিংসার কারণে এসআইআর প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল।

বিজেপির বুথ স্তরের প্রতিনিধিদের মারধর করা হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এমনকী বিজেপি বিধায়ক তথা বর্তমানে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছ থেকে নথি ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগও তুলেছিলেন শমীক। এসআইআর চলাকালীন মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রাখার ঘটনাকেও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, এই ধরনের পরিস্থিতির কারণেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, রাজ্যে ২০ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মতে, এই তথ্যই ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদেরও সমালোচনা করেন সমীক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় জ্ঞানেশ কুমারকে কার্যত পুজো করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, গত ৭০ বছরে রাজ্যে এত শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন নির্বাচন হয়নি। ভোটাররা উৎসবের পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এই কৃতিত্বের জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।প্রসঙ্গত, ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন সমীক। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস একটি 'পরজীবী রাজনৈতিক দল', যারা এখন দাবি করছে বিজেপি অসৎ উপায়ে জয় পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও কটাক্ষ করেন সমীক ভট্টাচার্য।

টলিউডে প্রথম সরাসরি ভোট

মিঠুনের নজরদারিতে বদলের পরীক্ষা

শাসক বদলের পর টলিউডের সংগঠনগুলিতেও বদলের পরীক্ষা। দীর্ঘদিনের মনোনয়ন-নির্ভর ব্যবস্থা সরিয়ে এ বার সরাসরি ভোটে নেতৃত্ব বেছে নেওয়া হচ্ছে। শনিবার থেকে টেকনিশিয়ান স্টুডিওয় শুরু হয়েছে ২৩টি গিল্ডের নির্বাচন। দু'দিন ধরে চলবে ভোটগ্রহণ। গোটা প্রক্রিয়ার তদারকিতে রয়েছেন রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। ফলে এই নির্বাচন শুধু গিল্ডের পদাধিকারী বাছাই নয়, টলিপাড়ার পুরনো কাজের সংস্কৃতি বদলানোর পরীক্ষাও হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে টলিউডে পারিশ্রমিক নিয়ে বিবাদ, কাজ বন্ধ, পরিচালক ও কলাকুশলীদের সংঘাত এবং বিভিন্ন সংগঠনকে ঘিরে ক্ষমতার লড়াই নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব বাছাইয়ের উদ্যোগ নেয় বর্তমান সরকার। নির্বাচনের আগে মিঠুনও টলিপাড়ার পরিস্থিতি বদলের কথা বলেছিলেন। শনিবার ভোটের সময় টেকনিশিয়ান স্টুডিওর বাইরে বসেই গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখেন তিনি। কেন ভিতরে না গিয়ে বাইরে? প্রশ্নের জবাবে মিঠুনের বক্তব্য, তআমিই বলেছিলাম ভোটার ছাড়া কেউ ভিতরে ঢুকবে না। তাই আমি বাইরে বসে আছি।দ নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তাও কড়া করা হয়েছে। শুটিং কার্যত দু'দিনের জন্য থমকে রয়েছে। একাধিক গিল্ডের সভাপতি-সহ বিভিন্ন পদে নতুন মুখ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগে নেতৃত্ব বাছাইয়ে ভোটের বদলে অন্য পদ্ধতি চালু



থাকায় এবারের প্রক্রিয়াকে ঘিরে টলিপাড়ায় আগ্রহও বেশি। মিঠুনের দাবি, দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটাতে এই ভোট বড় ভূমিকা নিতে পারে। তাঁর কথায়, তএতদিন টলিউডে একনায়কতন্ত্র চলছিল। কেউ কাজ করতে চাইছিল না। তবে এবার ভোটের পর টলিপাড়ায় ছবি বদলে যাবে।দ শুধু সংগঠনের নির্বাচন নয়, প্রযোজনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন করে কাজের পরিবেশ তৈরির বার্তা দিয়েছেন তিনি।

কলকাতা বন্দর এলাকায় ফিরহাদের বিরুদ্ধে পোস্টারে ছয়লাপ

৪ মে-র পর থেকে কলকাতা পোর্টের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম নিখোঁজ।' এমন বক্তব্য সহ পোস্টারে ছয়লাপ কলকাতা বন্দর এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। কলকাতা বন্দরের গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজে তা দেখা গেছে। ইংরাজি ও হিন্দিতে লেখা পোস্টারগুলি সাঁটানো হয়েছে বিভিন্ন ল্যাম্প পোস্ট ও দেওয়ালে। এর আগে ফিরহাদ হাকিমের ছবি লাগানো 'গদ্দার' পোস্টার দেওয়া হয়েছিল এলাকায়। এক সময় তিনি ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত। কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ছিল তাঁর হাতে। তিনি ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই ছবিটা পাল্টে যায়। ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে এখন দূরে ফিরহাদ হাকিম। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির যা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস হিসাবে পরিচিত, তার অন্যতম মুখ এখন তিনি। এহেন ফিরহাদের বিরুদ্ধেই এবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পড়ল 'নিখোঁজ' থাকা পোস্টার। যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম বাড়িতে বসে টাকা গুনছেন না কি করছেন এটা তো বলতে পারব না। তবে, মানুষের যে ধারণাটা তৈরি হয়েছে, তার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৃণমূল গেছে। ফলে, মানুষের দিক থেকে এই ধরনের মন্তব্য আসছে। জানি না তিনি পোর্ট এরিয়ায় যাচ্ছেন না কেন ! ওই এরিয়াগুলোতে যাচ্ছেন না কেন ! হয়তো কিছু ভয় পাচ্ছেন। যেভাবে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভীতি এবং ঘৃণা পশ্চিমবঙ্গে মানুষের তৈরি হয়েছে,

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 4

সম্পাদকীয়

১ নভেম্বর ২০২৬ ।। রবিবার

ফের ঝড়ের হুঙ্কার !

বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি।এক দুর্যোগের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায়।সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'কে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে,উপকূলবর্তী মানুষের জীবন কতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।ঝড়ের গতিপথ, শক্তি এবং আছড়ে পড়ার সময় নিয়ে পূর্বাভাসের পরিবর্তন হতে পারে।তাই এই মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ানো নয় বরং আগাম প্রস্তুতি ও সতর্কতাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

ভারতের মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। 'মুরাসু' নামে চিহ্নিত এই ঘূর্ণিঝড় উপকূলের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ উপকূলে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে,ঝড়টি শক্তি বাড়ালে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মঙ্গলবার ভোরের দিকে নেল্লোর ও নারসাপুরের মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চলে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছেপ্রাথমিক পূর্বাভাসে ঘূর্ণিঝড়টি রবিবার মধ্যরাতে তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই তার সৃষ্টি হয়েছে।আবহাওয়ার এই পরিবর্তন আরও একবার মনে করিয়ে দেয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে পারে। ফলে প্রাথমিক পূর্বাভাসকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। আবহাওয়া দপ্তরের পরবর্তী বুলেটিন, সতর্কবার্তা এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা নিয়মিত অনুসরণ করাই এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় 'মুরাসু'-র বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত।এমন শক্তিশালী ঝড়ের প্রভাবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে গাছ উপড়ে পড়া, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া, ঘরবাড়ির ক্ষতি এবং কৃষিজমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমুদ্রে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হলে মৎস্যজীবীদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে।তাই সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রশাসনকে আগাম প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে।প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় শুধু সতর্কবার্তা জারি করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। বিপজ্জনক এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া, পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা প্রস্তুত রাখা এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগব্যবস্থা দ্রুত পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা থাকা জরুরি।বিশেষ করে উপকূলের নিচু এলাকায় বসবাসকারী পরিবার, শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ মানুষদের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দিতে হবে। দুর্যোগের সময় কয়েক ঘণ্টার প্রস্তুতিও বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। মুরসু' নামটিরও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য।তামিল ভাষায় 'মুরাসু' বলতে এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী ঢাক বা বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়।এই নাম যেন প্রতীকীভাবেই বিপদের আগে সতর্কসংকেত দেওয়ার বার্তা বহন করছে। আজকের দিনে সেই সতর্কসংকেতের আধুনিক রূপ হল আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি এবং দ্রুত তথ্যপ্রচার। কিন্তু প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, মানুষের সচেতনতা ও প্রশাসনিক সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড়টির পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে বড়সড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাসের কথা বলা হয়েছে। তার পর আবহাওয়া ধীরে ধীরে শুষ্ক হতে পারে।

ব্রাজিলের রাজনীতিতে লুলা দা সিলভা জনপ্রিয়তা, জনকল্যান ও জনতার প্রত্যাশা

কৌশিক সেন





৮০-বছর বয়সেও লুলা দা সিলভা যে হার মানতে নারাজ, তারই প্রমান মিলল ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত ডানপন্থী প্রার্থী ফ্লাভিও বলসোনারো বিপুল ভোটে পরাজিত করে চতুর্থবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন বামপন্থী নেতা লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। এবারে ব্রাজিলের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত লুলা দা সিলভা (ওয়ার্কার্স পার্টি) প্রাপ্ত ভোট- ৬,৪২,৫৬,২৩২ এবং বৈধ ভোটের শতাংশ- ৫১.৭৯ অপর দিকে ফ্লাভিও বলসোনারো (লিবারেল পার্টি) প্রাপ্ত ভোট- ৫,৯৮,২৬,০৪১ এবং বৈধ ভোটের শতাংশ- ৪৮.২১ এবং নুল (ইনভেলিড) ভোট- ৪১,৫৩,৮০১ (ব্রাজিলের সুপ্রিম ইলেক্টোরাল কোর্ট টি(ক্ক)-এর প্রকাশিত নির্বাচনী ফলাফল)। লুলা দা সিলভা তাঁর এই জয় শুধু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সাফল্য নয় বরং ব্রাজিলের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লুলা দা সিলভা একজন অন্যতম পরিচিত রাজনৈতিক নেতা এমনি তেমনি তার জীবন কাহিনী ছিল সংগ্রামে মোড়া। তাঁর পরিবারের তিনি ছিলেন সপ্তম সন্তান। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। বাড়ির আর্থিক অনটনের কারনে লুলাকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সঙ্গে খুব অল্প বয়স থেকেই কাজ করতে হতো কখনো তাকে জুতো পালিশের কাজ, ড্রাই ক্লিনিংয়ের দোকানে, কখনো ধাতুর শিল্পের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয়েছে তাকে। বলতে গেলে তার জীবন আরামদায়ক ছিল না খুব অভাব অনটন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে চলুন এবারের লুলার রাজনৈতিক জীবন সংগ্রামের পথ চলা সম্বন্ধে জানা যাক শ্রমিক থেকে কিভাবে রাজনীতির মইদানে প্রবেশ। সর্বপ্রথমে, একথা বলা যাই যে লুলার রাজনৈতিক জীবন সাধারণ মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। একসময় তাকে সংসার চালানো এবং পরিবারের অভাব অনটন দূর করার জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের উত্থান ঘটে। তিনি শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিষয়গুলি গভীরভাবে দেখেছেন এবং সেগুলো তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে শুরু করে তার দীর্ঘ রাজনীতির জীবনে সেগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। ১৯৬৬-১৯৬৯ সালে লুলা সাও পাওলো রাজ্যের শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে যান। তাঁর ভাই হোসে ফেরেইরা দা সিলভা যিনি ফ্রেই চিকো নামে পরিচিত, তাঁকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেন। ১৯৬৯ সালে ধাতুশিল্পের শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে বিকল্প সদ্যশ হিসাবে নির্বাচিত হন। এখান থেকেই তাঁর শ্রমিক রাজনীতির পথ আরও স্পষ্ট হয়। ১৯৭২ সালে লুলা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক হন। এই দায়িত্বের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজের সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে উঠে। ১৯৭৫ সালে বার্নার্দো দো কাম্পো ও দিয়াদেমার নামক ধাতুশিল্পে ৯২ শতাংশ ভোট পেয়ে ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রায় তিন বছর পর ব্রাজিলের শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট দেখা দেয় শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। লুলা এই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে সাও পাওলের এবিসি শিল্পাঞ্চলে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ধাতুশিল্পের শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নেন (ব্রাজিল সেক্রেতারিয়া জেনেরালতবায়োগ্রাফিয়া কমপ্লেতা, ২০২২)। লুলার নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনটি ব্রাজিলের সামরিক একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এবং দেশটির গণতন্ত্রের পথের দিকে এগোতে অতিবাহিত করেছিল। এই আন্দোলন লুলার রাজনীতিতে আসার এবং জনপ্রিয়তা বাড়ানো এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট বা গুরুত্ব পূর্ণ মোড় ছিল বলাচলে এবং তাকে রাতারাতি জাতীয় নেতায় পরিণত করে। ১৯৮০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বলাচলে ব্রাজিলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যায়। এই দিন লুলা দি সিলভার উদ্দগে ওয়ার্কার্স পার্টি (পার্টিদু দুস ত্রাবালিয়াদোরেস বা পি.টি.) প্রতিষ্ঠিত হয়।এই দলের মুল লক্ষ্য ছিল- ব্রাজিলের তৎকালীন সামরিক একনায়কতন্ত্র সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি সামাজিক,ন্যায় সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা এবং শ্রমজীবী মানুষ তথা সমাজে পিছিয়ে পড়া মহনীত মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো। দীর্ঘ বিরতির পর সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট হয়ার প্রথম লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে যান আবার ১৯৯৪ এবং ১৯৯৮ দুবার ফার্নান্দো এনরিক কারদোসোর কাছে নির্বাচনে পারাজিত হয়ে যান। তবুও লুলা রাজনীতি ছাড়েনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে এবং ২০০৩ সালে লুলা দা সিলভা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার এই জয় ব্রাজিলের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল। শ্রমিক আন্দোলন থেকে উঠে একজন নেতা দেশের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছানো এই যাত্রাপথ খুব একটা তার কাছে সহজ ছিলনা। তার আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কর্মসূচি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন --- দারিদ্র হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা, নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান করা, কর্মসংস্থান এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০৬ সালের লুলা পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেন। এই সময়ে তার সরকার --- জ্বালানি, পরিবহন, আবাসন এবং স্যানিটেশন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ২০১০ সালের লুলা তার দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করেন ব্রাজিলের সংবিধান অনুযায়ী পরপর তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না থাকায় তিনি নিজের দলের প্রার্থী দিলমা রুসেফ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে লুলার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় অপারেশন কার ওয়াশ (লাভা জাটো) কেন্দ্র করে। এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত মামলায় লুলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং ২০১৭ সালে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ২০১৮ সালে তিনি কারাবন্দি হন সে বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। এরপর ২০২১ সাল বলাচলে লুলা দা সিলভার রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই সময় তার বিরুদ্ধে চলা দুর্নীতির মামলাগুলির বিচারিক বৈধতা নিয়ে ব্রাজিলের উচ্চ আদালত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়। এই সিদ্ধান্ত গুলির ফলে লুলার বিরুদ্ধে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল তা বাতিল হয় এবং তিনি আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার ফিরে পান। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের বাইরে থাকা তার রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসার প্রথম পথও খুলে যায়। ২০২২ সালে লুলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে পরাজিত করেন। সারকারি ফল অনুযায়ী লুলা প্রায় ৫০.৯ শতাংশ বৈধ ভোট পান এবং ৪৯.১ শতাংশ ভোট পান। এরপর ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি তিনি তৃতীয় বারের মতো ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। ২০২৫ সালে লুলার নেতৃত্বে ব্রাজিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা বজায় রাখে। পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়গুলি তাঁর সরকারের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। একই বছর ব্রাজিলের বেলেম শহরে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলন ঙ্খঞ্জঞ্চ৩০ অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে পরিবেশ ও আমাজন অরণ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে ব্রাজিলের ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে আরও আলোচনায় আসে। ২০২৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লুলা আবারও জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে তিনি ফ্লাভিও বলসোনারোকে পরাজিত করে চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই জয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যুক্ত হয়। লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার রাজনৈতিক জীবন এক দীর্ঘ সংগ্রাম, উত্থান-পতন এবং ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে পৌঁছানো তাঁর এই যাত্রা ব্রাজিলের রাজনীতিতে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছে।

ক্ষমতা, কারাবাস, রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন এবং বারবার জনসমর্থন অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে রাজনীতিতে কোনও পরাজয়ই সব সময় শেষ কথা নয়। তবে তাঁর সাফল্যের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে আগামী দিনে তিনি কতটা মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাতে পারেন, সামাজিক বৈষম্য কমাতে পারেন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে পারেন, তার ওপর। ইতিহাস তাঁকে শুধু একজন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত এক সংগ্রামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও মনে রাখবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 5

মমতা-অভিষেককে তীব্র আক্রমণ অগ্নিমিত্রার

বললেন; 'ইউ হ্যাভ লস্ট দ্য গেম, মাই ব্রাদার'



পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন। আসানসোলে বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান এবং ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে কথিত আর্থিক লেনদেন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রাজনীতিতে তিনি একাধিক সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনে পড়ে নিজের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন অভিষেক। অভিষেককে সরাসরি উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ঃইউ হ্যাভ লস্ট দ্য গেম, মাই ব্রাদার। ইউ হ্যাভ লস্ট দ্য গেম। অন্যদিকে, দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খ াড়গের 'মোদী যাবেন' মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর বক্তব্য, খাড়গেকে বাংলায় এসে এমন কথা বলে দেখাতে হবে। তিনি দাবি করেন, দেশের মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে কথিত আর্থিক লেনদেনের বিষয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান অগ্নিমিত্রা পাল। এই বিষয়টি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর একটি তদন্তের সঙ্গে যুক্ত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি অনুযায়ী, ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ইডি-র বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্দ্রনীল সেন ওই অর্থপ্রদানকে 'রয়্যালটি' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে সংস্থার প্রকাশিত বিবৃতিতে এই লেনদেনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়নি।অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এই ঘটনায় ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলে কথিত লেনদেনের বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, আইন ও সংবিধানের ঊর্ধ্বে কেউ নন। কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জল পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, সেখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতার জন্য ভুটান ও কোচবিহার প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে মানুষের জীবন রক্ষা করা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। নেপালের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, সেখানে বহু ভারতীয় নাগরিক প্রভাবিত হয়েছেন। পাশাপাশি প্রায় ২,০০০ নেপালি নাগরিকের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলেও তিনি জানান। তবে এই পরিসংখ্যানের স্বাধীনভাবে কোনও সত্যতা এই বক্তব্যের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়নি। আসানসোলে ঘটে যাওয়া একটি পথ দুর্ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত কড়া প্রতিক্রিয়া দেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, একটি দ্রুতগতির গাড়ি ডিভাইডার টপকে অন্য লেনে ঢুকে একটি অল্টো গাড়িতে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় অল্টো গাড়িতে থাকা দুই মহিলা ও এক পুরুষ আহত হন। অগ্নিমিত্রা জানান, কারও মৃত্যু না হওয়াটা ঈশ্বরের কৃপা। তবে আহতদের গুরুতর চোট লেগেছে এবং গাড়িটিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দ্রুতগতির গাড়ির চালকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি ঘটনাটিকে নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং 'খুনের চেষ্টা' বলে আখ্যা দেন। তাঁর দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভুটানে হ্রদ ফেটে হড়পা বান ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি; ডুয়ার্সে বড় বিপর্যয় না ঘটায় স্বস্তিতে প্রশাসন



ভুটানে গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্স্ট বা হিমবাহ হ্রদ ফেটে হড়পা বানের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিললেও, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। সংকোশ নদী সহ অন্যান্য নদীগুলির জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় আপাতত বড়সড় বন্যার কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বিভিন্ন আশ্রয়শিবির থেকে বাসিন্দাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজরদারি বজায় রেখেছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভুটানের গাসা জেলার লুঙ্গো এলাকায় শিনতাফু লেক ফেটে আসার পর মো চু নদীতে হঠাৎই হড়পা বান দেখা দেয়। ভুটানজুড়ে এর জেরে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। পুনাখা জেলার গুমা গেওগের অন্তর্গত দোছুখ া-জোমলিংথাং-রিৎসা এলাকায় চলতি বছরের গোড়াতেই সৌরচালিত একটি জল উত্তোলন ও সেচ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। হড়পা বানের জলে সেই প্রকল্পটির আংশিক ক্ষতি হয়েছে এবং বর্তমানে এর কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এছাড়া পুনাখা-গাসা জাতীয় সড়কের জোমলিংথাং অংশে প্রচুর কাদা, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ জমে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে। পাশাপাশি, গাসার বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ বা ছাচু এলাকাটি এই বানের জলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর নেই। ভুটানের এই বিপর্যয়ের জেরে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতেই জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, বানারহাট ও আলিপুরদুয়ারের সংকোশ নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে মাইকিং করে ব্যাপক সতর্কতা জারি করা হয়। মূলত সংকোশ নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১৮টি আশ্রয়স্থল ও বন্যা আশ্রয়শিবিরে প্রায় ৭,৬৮৮ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র কুমারগ্রাম চা-বাগানের কারখানায় প্রায় ৯০০ জন, মাঝেরডাবরি হাইস্কুলে ৮৫০ জন এবং উত্তর হলদিবাড়ি ও কুমারগ্রামদুয়ার এমএস হাইস্কুলে প্রায় ৮০০ জন করে মানুষ রাত কাটান। এছাড়া সাহেবপাড়া বিএফপি স্কুলে অসম সীমান্ত থেকেও ৮০ জন আশ্রয় নিতে এসেছিলেন। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, সংকোশ নদীর জলস্তর শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক সীমানা অতিক্রম না করায় বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। শুক্রবার সকাল হতেই তাই ত্রাণশিবির ও আশ্রয়স্থলগুলিতে থাকা বাসিন্দারা নিজেদের ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। নদীর গতিপ্রকৃতি এবং আবহাওয়ার গতিবিধির ওপর এখনও কড়া নজর রেখে চলেছে প্রশাসন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শ সংবাদমাধ্যমকে জানান, তপ্রথমেই জেলার বাসিন্দাদের বলতে চাই, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ভুটানে গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্স্ট বা হিমবাহ হ্রদ ফেটে হড়পা বানের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিললেও, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। সংকোশ নদী সহ অন্যান্য নদীগুলির জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় আপাতত বড়সড় বন্যার কোনো বিপর্যয় ঘটেনি।

পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা ভুটানের প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আমাদের পুলিশ বাহিনী, জেলাশাসক, বিডিও এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট দলগুলি সহ সমস্ত সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা একযোগে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন।দ

কোচবিহারে চরম অমানবিকতা !

বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতার পরিবারকে বেধড়ক মারধরের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল কোচবিহারে। এই পৈশাচিক আক্রমণের জেরে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার আক্রান্ত প্রিয়া পাল নামের ওই গৃহবধূ একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। এই ঘটনায় এলাকায় নতুন করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও থমথমে
পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় ওই নির্যাতিত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তাঁদের পাশে থাকার সম্পূর্ণ আশ্বাস দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ এলাকায় তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের দেওর এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করার গুরুতর অভিযোগ ওঠে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সেই শারীরিক নিগ্রহ ও মানসিক হেনস্থার ফলেই শুক্রবার আক্রান্ত প্রিয়া পাল



একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয় তৃণমূল স্তরে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। গোটা ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। শনিবার সকালে আক্রান্ত পরিবারের খোঁজখ বর নিতে তাঁদের বাড়িতে হাজির হন দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়। তিনি পরিবারের শোকস্তব্ধ সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বিধায়ক অজয় রায় স্পষ্ট ভাষায় জানান, ''যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং দোষী, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। অভিযুক্ত যেই দলেরই হোক না কেন, কাউকে বিন্দুমাত্র রেয়াত করা হবে না।'' পাশাপাশি তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজের অনমনীয় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে জানান যে, তিনি অতীতেও কোনো দুর্নীতির সঙ্গে আপস করেননি, ভবিষ্যতেও করবেন না। শুধু তাই নয়, ওই পরিবারের যেকোনো বিপদে ও প্রয়োজনে তিনি সবসময় পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 6

১৫ নভেম্বর মেদিনীপুরে ৬০০ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী



আগামী ১৫ নভেম্বর ঝারগ্রাম জেলার বিনপুর দুই ব্লকের শিলদার সাহাড়িতে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি শিলদা থেকে সড়কপথে মেদিনীপুরে আসবেন।

মেদিনীপুরে এসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ উদ্যোগে যে জব ফের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণকারী ৬০০ জন বেকার যুবক-যুবতীদের হাতে কর্মসংস্থানের জন্য বেসরকারি সংস্কার নিয়োগ পত্র তিনি তুলে দেবেন।দ্দ এরপর তিনি মেদিনীপুর শহরে চারটি জগধাত্রী পূজার উদ্বোধন করবেন বলে শনিবার গড়বেতার সভ্য মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মেদিনীপুর শহরে আসার কথা ঘোষণা করায় এখন থেকেই পূজো কমিটির উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রস্তুতি জোর ক্রমধ্যমে শুরু করে দেয়া হয়েছে বলে ওই চারটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানান।।

খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদে হাড়োয়ায় রাজ্য সড়কে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল



প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে হাড়োয়ায় মিছিল করলো বিজেপি। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক শালীনতার পরিপন্থী। এর প্রতিবাদ জানাতেই পথে নামেন বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।

বসিরহাট

সাংগঠনিক জেলা বিজেপির হাড়োয়া মণ্ডল ৩ এর উদ্যোগে এবং হাড়োয়া বিধানসভার বিজেপি নেতা ভাস্কর মণ্ডলের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। হাড়োয়া বিধানসভার দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি এলাকায় রাজ্য সড়ক ২ (টাকি রোড)

এ আয়োজিত এই মিছিলে কয়েকশো মানুষ অংশ নেন। মিছিল থেকে কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান তোলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।মিছিলের নেতৃত্বে থাকা বিজেপি নেতা ভাস্কর মণ্ডল বলেন, ক্ষ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অশালীন মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ নির্বাচিত সাংবিধানিক

নেতৃত্বকে নিয়ে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। কংগ্রেস সভাপতির এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতেই আমরা পথে নেমেছি। তিনি আরও জানান, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বুথস্তরের কর্মী-সমর্থকরা এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আগামী দিনেও রাজনৈতিক শালীনতা বজায় রাখার দাবিতে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জলপাইগুড়িতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর!



শনিবার রাতে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী এলাকায় এক প্রাক্তন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। আক্রান্ত নেতার নাম মকবুল হুসেন। তিনি বিতর্কিত তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের অনুগামী হিসেবে পরিচিত।

রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের প থেকে পলায়তক ছিলেন তিনি। সম্প্রতি তিনি জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরার পর শনিবার রাতে মুখ ঢাকা একদল লোক তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় মকবুল বাড়িতে না থাকলেও তাঁর পরিবার উপস্থিত ছিল। পরিবারের দাবি, হামলাকারীরা 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়েছে এবং এই ঘটনার পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে। উল্লেখ্য,

সম্প্রতি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে যেখানে তৃণমূলের সমর্থনে বোর্ড গড়েছে বিজেপি এবং উপ-প্রধান হয়েছেন চিত্র রায়। অতীতে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বুথেই ব্যালট বক্স লুঠের অভিযোগ উঠেছিল মকবুলের বিরুদ্ধে। তবে এদিনের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান চিত্র রায় জানান, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই, এটি তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

ছটপুজোর আগে সাফাই অভিযানে চাঁচল থানা

দুর্গাপুজো ও প্রতিমা বিসর্জনের রেশ কাটতে না কাটতেই দরজায় কড়া নাড়ছে ছটপুজো। আর এই মহোৎসবের আগে চাঁচল শহরের সুইমিংপুল ঘাটে এক অন্য এবং অত্যন্ত ইতিবাচক ছবি তুলে ধরল পুলিশ প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খোদ পুলিশকর্মীরাই নেমে পড়লেন ঘাট পরিষ্কারের কাজে। পুলিশের এমন মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগে যারপরনাই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।



শুক্রবার চাঁচল শহরের সুইমিংপুল ঘাটে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। বিসর্জনের পর ঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা প্রতিমার কাঠামো, পচা ফুল, মালা ও অন্যান্য জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন চাঁচল থানার আইসি জয়দেব ঘোষ ও অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। হাতে পরিষ্কারের সরঞ্জাম নিয়ে তাঁরা স্বয়ং জঞ্জাল সরাতে শুরু করেন। আসন্ন ছটপুজোয় হাজার হাজার পুণ্যার্থী জলাশয়ের ঘাটে এসে অস্তগামী ও উদীয়মান সূর্যের আরাধনা করবেন। তাই পুজো

শুরুর আগেই ঘাট ও জলাশয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। পুণ্যার্থীরা যাতে কোনো রকম সমস্যার মুখোমুখি না হন, সেই কথা মাথায় রেখেই চাঁচল থানার এই অগ্রণী ভূমিকা। এদিনের এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে আইসি জয়দেব ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অমিতেষ পাণ্ডে-সহ বিশিষ্টজনেরা। অপরাধ দমন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশের এই ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনমুখী কাজ প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ককে আরও অনেকটাই মজবুত করবে বলেই মত অভিজ্ঞমহলের। পুজোর আগে পুলিশের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকাকে একবাক্য সাধুবাদ জানিয়েছেন সামসী ও চাঁচলের সাধারণ মানুষ।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 7

‘আমরা কোনও পক্ষে নেই’

মমতা-সাক্ষাতের পরই ডিগবাজি ককরোচদের !



আচমকাই ‘ডিগবাজি’ খেল ককরোচরা! রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত বিরোধী জোটের বিক্ষোভে সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। কিন্তু বিক্ষোভ কর্মসূচির কয়েকঘণ্টা আগেই তাঁর গলায় অন্য সুর। জানিয়ে দিলেন, ককরোচরা নিরপেক্ষ। তারা সরকার বা বিরোধী কোনওপক্ষেই নেই। রামলীলা ময়দানের সমাবেশেও থাকবে না ককরোচ জনতা পার্টি। কেন আচমকা পালটি খেল ‘আরশোলা’রা? শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির ১৮৩, সাউথ অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন দীপকে। হাতে হাত রেখে একে অপরের রাজনৈতিক লড়াইকে কুর্নিশ জানান। ‘আরশোলা’দের কলকাতায় কর্মসূচির আমন্ত্রণ জানান মমতা। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়কে কুর্নিশ জানিয়েছেন দীপকেও। মমতা জানান, ‘‘ওরা জেন জি। যেভাবে দেশের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তা সহজ ব্যাপার নয়। আমি ওদের পূর্ণ সমর্থন জানাই। খুব ভালো লাগল, আজ অভিজিৎ দেখা করতে এসেছে। আমি বলেছি যে চাইলে বাংলাতেও ওরা কর্মসূচি করতে পারে। ওরাও আমাদের প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে।দ অভিজিৎ দীপকে বলেন, ‘‘আমি শুধু দিদিকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের শুরুর দিন থেকে যেভাবে উনি পাশে থেকেছেন, নানা সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।দ ওই বৈঠকের পরই অভিজিৎকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁরা কি রবিবারের সমাবেশে যোগ দেবেন? অত্যন্ত সতর্কভাবে দীপকে জানান, তআমরা এই বিক্ষোভে নৈতিকভাবে সমর্থন করি। ভোটচুরির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে আমরা প্রত্যেকের পাশেই রয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ককরোচ জনতা পার্টি নিরপেক্ষ সংগঠন। আমরা সেই আদর্শ বজায় রাখতে চাই।দ যদিও প্রশ্ন উঠছে, ইতিমধ্যেই বিরোধীদের বিক্ষোভে সমর্থন জানিয়ে ফেলেছে ককরোচরা। তারপর কি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায়? আর কেনই বা মমতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুর নরম করতে হল ককরোচদের? উল্লেখ্য, দিল্লিতে নিট জালিয়াতি নিয়ে যখন অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কারা তখন তাঁদের আন্দোলনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেসময় আর তা হয়ে ওঠেনি।

প্রতিরক্ষা গবেষণাকে কার্যকর প্রযুক্তিতে রূপান্তরের ওপর জোর

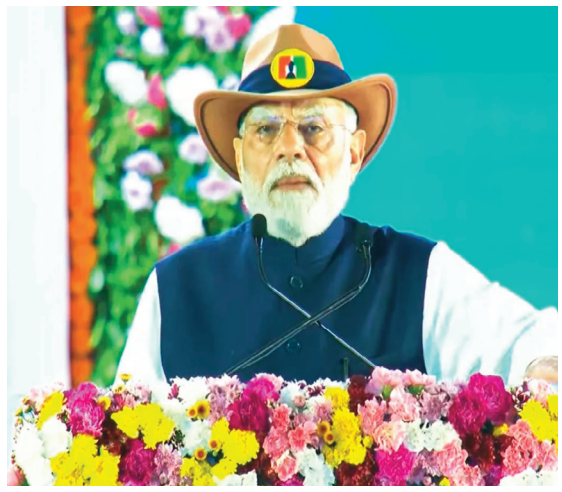


দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে কার্যকর সমাধানে রূপান্তর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। শুক্রবার নয়া দিল্লির মানেকশ সেন্টারে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) এবং সেন্টার ফর জয়েন্ট ওয়ারফেয়ার স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ভিআইএসভি-২০২৬’ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি।

২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি স্বনির্ভর ও উন্নত বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ‘ভিআইএসভি’-র চারটি মূল স্তম্ভ;দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবন, সমন্বয় এবং মূল্যবোধের ব্যাখ্যা দেন। তিনি জানান, উদ্ভাবন গবেষণাকে কার্যকর প্রযুক্তিতে পরিণত করে, যেখানে সেনাবাহিনী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায় সমন্বয়। এই উপলক্ষে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের কাছে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের পরিচিতি বাড়াতে আরবি, স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষায় ডিআরডিওর তৈরি সামগ্রীর একটি বিশেষ প্রকাশনা উন্মোচন করা হয়। সম্মেলনে অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব তথা ডিআরডিও চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকটি তুলে ধরেন।

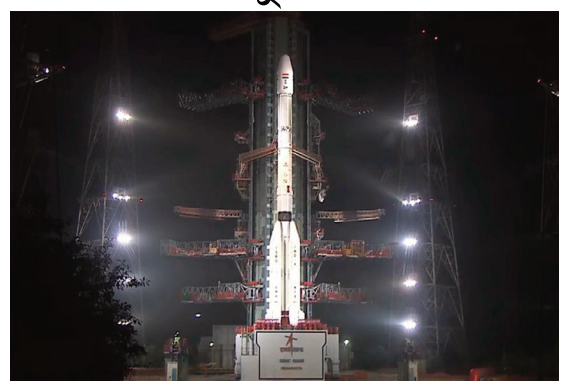
প্রতিরক্ষা উৎপাদন সচিব সঞ্জীব কুমার জানান, প্রচলিত ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে ভারত এখন বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে যৌথ উন্নয়ন ও উৎপাদনে আগ্রহী।

একতা দিবসে মোদির মুখে ‘দিমাগি নকশাল’ !



সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার দেশজুড়ে পালিত হল ‘রাষ্ট্রীয় একতা দিবস’। গুজরাটের একতা নগরে এক বিশাল কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই তাঁর মুখে উঠে আসে, ‘দিমাগি নকশাল’ তত্ত্ব। জানান, ‘দিমাগি নকশাল’রা দেশের জন্য ক্ষতিকর। একইসঙ্গে ভারত বিরোধী শক্তিগুলিকেও কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন একতা নগরের প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে ভাষণ দিতে দিয়ে মোদি বলেন, তসর্দার প্যাটেল ভারতের ইতিহাসের এমন এক রত্নতুল্য ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ছাড়া আজকের ভারতকে কল্পনা করা কঠিন। সর্দার প্যাটেলই ভারতকে তার বর্তমান রূপ দিয়েছে। দেশভাগের পরেও, হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত দেশকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তসর্দার প্যাটেল কেবল ভৌগোলিক ভাবেই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেননি, বরং সমগ্র জাতিকে ঐক্যের সুতোয় গেঁথেছিলেন। এরপরই ‘দিগামি নকশাল’দের নির্মূল করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, তদিমাগি নকশালরা অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। গুজব ছড়াতে এবং ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে সমাজমাধ্যমকে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের নতুন মাইলফলক



দেশের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিতে যুক্ত হলো আরও একটি সোনালী অধ্যায়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নেভিগেশন সিরিজের তৃতীয় প্রজন্মের উপগ্রহ ‘এনভিএস-০৩’-এর সফল উৎক্ষেপণে বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাল বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের মাধ্যমে এই উপগ্রহটি সফলভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই উৎক্ষেপণকে ভারতের নিজস্ব মহাকাশভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থাকে মজবুত করা এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির পথে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন। বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই সফল অভিযানের ফলে ভারতের নিজস্ব আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ‘নাভিক’-এর কার্যক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য আরও সুদৃঢ় হবে। ভারতীয় আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এই ‘এনভিএস-০৩’ উপগ্রহটি পাঠানো হয়েছে। এতে বিদ্যমান এল৫ ও এস-ব্যান্ড সংকেতের পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে নতুন এল১ নেভিগেশন সংকেত। উপগ্রহটিতে রয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পারমাণবিক ঘড়িও। সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড সহ দেশের সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত নিখুঁত ও উন্নত নেভিগেশন পরিষেবা দিতে সক্ষম ভারতের

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 01-11-2026 23:30 Page 8

অন্ধ্রপ্রদেশে ক্লাসরুমে ঢুকে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে নৃশংস আক্রমণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার এক সরকারি বিদ্যালয়ে ক্লাসরুমের ভেতরে ঢুকে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর ওপর ইলেকট্রিক করাত (চেন-স) দিয়ে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাপ্তাডু এলাকার জেলা পরিষদ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ছাত্রীকে অনন্তপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা চলছে। আক্রান্ত ছাত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে ক্লাসের অপর এক পড়ুয়াও সামান্য আহত হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্কুল চলাকালীন অভিযুক্ত আচমকা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ে এবং করাত চালিয়ে ছাত্রীটির মুখ, মাথা ও গলায় এলোপাথাড়ি আঘাত করে। রক্তাপ্লুত অবস্থায় ছাত্রীটি লুটিয়ে পড়তেই গোটা স্কুলে চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘটনার কয়েক



ঘণ্টার মধ্যেই তৎপর হয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। এই নারকীয় ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নায়ডু। তিনি নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে সমবেদনা জানান এবং সরকারের তরফ থেকে সবরকম সহায়তা ও সেরা চিকিৎসার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি অভিযুক্তকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ও মন্ত্রী নারা লোকেশও এই বর্বর আক্রমণের কড়া নিন্দা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, স্কুলের ভেতরে এমন হামলার ঘটনায় রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চন্দ্রবাবু সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস ও কংগ্রেস।

বিশ্ব আর্মরেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়জয়কার

দেশের মাটিতে প্রথমবার আয়োজিত বিশ্ব আর্মরেসলিং মঞ্চে নিজেদের দাপট প্রমাণ করল ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। নয়া দিল্লিতে চলমান ৪৭তম বিশ্ব আর্মরেসলিং এবং ২৮তম বিশ্ব প্যারা আর্মরেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর ফাইনালের প্রথম দু'দিনেই চারটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও ১৪টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ২০টি পদক জিতে নিয়েছে ভারত। এই নজরকাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে রাশিয়া, কাজাখস্তান ও তুরস্কের পেছনে থেকে সামগ্রিক পদক তালিকায় আপাতত চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে ভারত। পিপলস আর্মরেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও ওয়ার্ল্ড আর্মরেসলিং ফেডারেশন-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই মেগা প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশের প্রায় ১৭০০ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন। ভারতের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মূল কান্ডারি মাস্টার্স বিভাগের প্রতিযোগীরা। বিশেষ করে নজর কেড়েছেন জিনসিমোল সেবাস্তিয়ান, যিনি গ্র্যান্ড মাস্টার উইমেন্স ৮০ কেজি বিভাগে ডান ও বাঁ;উভয় হাতেই দেশকে জোড়া সোনা এনে দিয়েছেন। পাশাপাশি মাস্টার উইমেন্স ৮০ কেজি বিভাগে যোগেশ চৌধুরী ডান হাতে সোনা ও বাঁ হাতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে শওকত ভিটি ডান হাতে সোনা এবং বাঁ হাতে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন। এছাড়া ইয়ুথ ও সাব-জুনিয়র বিভাগের তরুণ পঞ্জা যোদ্ধারাও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দারুণ সাফল্য তুলে ধরেন। ইয়ুথ ৬৫ কেজি বিভাগে জিমিসন মারউইন রৌপ্য পদক লাভ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগে আভাষ রানা, লেইথানসাঙ্গা, অজয় কুমার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পি ব্রোঞ্জ জেতেন। সাব-জুনিয়র পর্বেও আর্যন সিং, ইউমনাম চিংখেই সিং এবং শেন সালিশ ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদক সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সাব-জুনিয়র থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড মাস্টার;পাঁচটি ভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগেই ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের এই পদক লাভ প্রমাণ করে দেশে আর্মরেসলিংয়ের প্রসার কতটা দ্রুত বাড়ছে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছর

ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে শনিবার এক স্মরণীয় এবং আবেগঘন মুহূর্ত। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল তাদের আন্তর্জাতিক টেস্ট অভিষেকের সুবর্ণজয়ন্তী অর্থাৎ ৫০ বছর পূর্ণ করল। ১৯৭৬ সালের ৩১ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচে প্রথম মাঠে নেমেছিল ভারতের মেয়েরা। অর্ধশতক আগের সেই ঐতিহাসিক দিনটি দিয়েই বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের নারী শক্তির পথচলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। বিগত পাঁচ দশকে ভারতীয় মহিলা দল মাত্র ৪৩টি টেস্ট ম্যাচ খেললেও ক্রিকেটের সামগ্রিক আঙ্গিকে এসেছে এক যুগান্তকারী রূপান্তর। সীমিত টেস্ট খেলার সুযোগ



থাকলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের দাপট প্রমাণ করেছেন ভারতীয় কন্যারা। বর্তমানে সারা বছর ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও একদিনের ম্যাচ ছাড়াও ঘরোয়া স্তরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বিস্তারে মহিলা ক্রিকেটের পরিচিতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডায়ানা এডুলজিদের সেই কঠিন লড়াইয়ের হাত ধরে যে ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়েছিল, আজ তা হরমনপ্রীত কৌর কিংবা স্মৃতি মন্ধানাদের হাত ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শীর্ষ মঞ্চে ভারতের মর্যাদা অটুট রেখেছে।

ব্যাডমিন্টন বিশ্বে আন সে ইয়ংয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে বর্তমান যুগে অপ্রতিরোধ্য এক শক্তির নাম আন সে ইয়ং। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার এই তারকা কোর্টে এমন এক আধিপত্য বিস্তার করেছেন, যা নিয়ে এখন সারা বিশ্বের শীর্ষ খেলোয়াড় ও বিশ্লেষকদের একটাই প্রশ্ন;ক্ষুআন সে ইয়ংকে হারানো কি আদৌ সম্ভব?ক্ষু চিনের অল ইংল্যান্ড জয়ী ওয়াং ঝি ই থেকে শুরু করে ভারতের পিভি সিন্ধু;বিশ্বের সেরা শাটলাররাও তাঁর ধারাবাহিকতা ও নিখুঁত খেলার সামনে বারবার পরাস্ত হচ্ছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর ৬৭টি ম্যাচের মধ্যে ৬৬টিতেই জয় পেয়েছেন আন সে ইয়ং, যার সাফল্যের হার ৯৮.৫ শতাংশ। পাশাপাশি টানা ৫০টি ম্যাচ অপরাজিত থাকার অবিস্মরণীয় রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ভারতের প্রাক্তন জাতীয় কোচ বিমল কুমার তাঁর খেলার ধরনের তুলনা টেনেছেন



লাল মাটির কোর্টে রাফায়েল নাদালের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে। তাঁর মতে, আন শুধু শাটল ফিরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন না, বরং নিখুঁত লেংথ, শট প্লেসমেন্ট এবং ড্রপ ও ফ্লিকের কৌশলী মিশ্রণে র‍্যালি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে ভুলের ফাঁদে ফেলেন। একসময় শুধুমাত্র রক্ষণাত্মক ও দীর্ঘ র‍্যালি নির্ভর খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত থাকলেও, করোনা মহামারীর পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে আক্রমণাত্মক শাটলারে রূপান্তরিত করেন। গতিবিধি ও ফুটওয়ার্কের চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দীর্ঘ টুর্নামেন্টে সতেজ রাখতে বড় ভূমিকা রাখে। কোর্টের বাইরে চোট-আঘাতের চিকিৎসা ও খেলোয়াড়দের অধিকার নিয়ে জাতীয় ফেডারেশনের রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এই কোরিয়ান তারকা প্রমাণ করেছেন, নিখুঁত শট নির্বাচন ও আত্মবিশ্বাসই তাঁকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

আইএসএল নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ড্র ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালুরু এফসি

বদলি খেলোয়াড় ভিনিত ভেঙ্কটেশের ইনজুরি টাইমের নাটকীয় গোলে পরাজয় এড়াল বেঙ্গালুরু এফসি। শুক্রবার গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে আয়োজিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ল তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলা নর্থইস্ট ইউনাইটেড ১৫ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায়। একটি চমৎকার প্রতি-আক্রমণ থেকে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন এম. এস. জিতিন।

এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে জয়ের দিকেই এগোচ্ছিল নর্থইস্ট। তবে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে রক্ষণের বড়সড় ভুলের খেসারত দিতে হয় তাদের। ইনজুরি টাইমের তৃতীয় মিনিটে নর্থইস্টের গোলরক্ষক গুরমিত সিং ও ডিফেন্ডার এনেকো সাক্রস্তেগুইয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডান পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে বেঙ্গালুরুকে সমতায় ফেরান তরুণ ভিনিত। নাটকীয় এই সমতার সুবাদে নিশ্চিত পরাজয় এড়িয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল বেঙ্গালুরু এফসি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।